الخطيب: فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/حفظه الله

موضوع الخطبة: عشر حِكَم من رمضان

لغة الترجمة: البنغالية

المترجم: عبد الرحمن بن لطف الحق

الإيميل: rashidlutful@gmail.com

https://t.me/raidraif

খুতবার বিষয়ঃ **রোযার দশটি হিকমত ও রহস্য**

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ محدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ في النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলিমগণ, আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।

অতএব তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আযাব থেকে সাবধান হও, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না, এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা হিকমত ও প্রয়োজন অনুসারে মনোনীত করেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বোত্তম। তাই তিনি কিছু ফেরেশতাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কিছু গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থের উপর, কিছু নবীকে অন্যদের উপর এবং কিছু স্থানকে অন্য স্থানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই মত কিছু মাসকে অন্য মাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের জন্য কল্যাণের মৌসুম প্রস্তুত করে রেখেছেন, যাতে নেক আমল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, পাপের কাফফারা হয় এবং মুমিনদের মর্যাদা জান্নাতে উন্নীত হয়। এটা আল্লাহ তাআলার একটি হ্িকমত। কেননা, তিনি তার সমস্ত কাজ, কর্ম ও ফাইসালাই হাকীম।

আল্লাহর বান্দাগণ! এটি আল্লাহ্র একটি হিকমত যে, তিনি বান্দাদের রমযান মাসের রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর রোযা হচ্ছে নিজেকে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা এবং যৌন মিলন থেকে বিরত রাখা।

১- আল্লাহ তা'আলা একটি মহান উদ্দেশ্য ও হিকমতের জন্য রোযার বিধান দিয়েছেন[1], যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল তাকওয়া অর্জন করা। তিনি বলেছেন,

(হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার)।

মহান আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, রোযার হিকমত হচ্ছে তাকওয়া অর্জন। আর তাকওয়া হল আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর আযাবের মধ্যে ঢাল সৃষ্টি করা।

এইভাবে আল্লাহ তা'আলা যে, মানুষের সব কিছু দেখেন এই বিশ্বাসের প্রতি মানুষের আত্মা প্রশিক্ষিত হয়। তাই রোযাদার ব্যক্তি তার আত্মা যা ইচ্ছা করে, তা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে তা ত্যাগ করে, কারণ সে জানে আল্লাহ তাদের সব অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত।

২- রোযার একটি হিকমত হল, এটি নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের একটি মাধ্যম। কারণ রোযা হলো খাওয়া-দাওয়া ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা। আর এগুলি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

রোজা একজন ব্যক্তিকে এই নেয়ামতগুলির মূল্য সম্পর্কে অবহিত করে, কারণ মানুষের নেয়ামত যখন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তখন সে তার মূল্য বুঝতে পারে। এইভাবেই রোযা মানুষকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে।

৩- রোযার একটি হিকমত হল যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পরিত্যাগ করার এটি একটি মাধ্যম, কেননা রোজা আত্মার লোভ-লালসা ও তার ময়লা পরিষ্কার করে, তাকে পরিশুদ্ধ

([1]) সাওয়াল ও জাওয়াব ওয়েবসাইট থেকে সংক্ষিপ্তাকারে নেওয়া হয়েছে। সেই মত ইবনে ওসাইমিন রাঃ এর রামাযনের নবম মজলিস থেকেও গ্রহণ ক রা হয়েছে।

করে তোলে। তখন সেই আত্মা সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং মানুষের সাথে আচার-আচরণকে নরম করে। পক্ষান্তরে চিরস্থায়ী তৃপ্তি, বিলাসিতা এবং মহিলাদের সাথে সহবাসের ফলে তার আত্মা গাফিল ও বেপরোয়া হয়ে উঠে।

৪- রোযার একটি হিকমত হল যে, এটি যৌন ক্ষমতাকে দমন করে। কারণ আত্মা যখন তৃপ্ত হয় তখন এটি কামনা বাসনা করে, এবং যদি এটি ক্ষুধার্ত থাকে তবে এটি যা কামনা করে তা থেকে বিরত থাকে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে এবং যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন 'সওম' পালন করে। কেননা, সওম যৌন ক্ষমতাকে দমন করে) [1]।

হাদীসে বর্ণিত (ইজাওন) শব্দের অর্থ হচ্ছে, যৌন ক্ষমতাকে দমনকারী।

৫- রোযার একটি হিকমত হল যে, এটি দরিদ্রদের প্রতি করুণা ও সহানুভূতির কারণ। কেননা; রোযাদার যখন কোনো সময়ে ক্ষুধার যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করে, তখন তার বেশিরভাগ সময় ক্ষুধার্ত থাকা ব্যক্তিদের কথা স্মরণ পড়বে, আর তারা হচ্ছে দরিদ্র ও অভাবী। তাই সে তাদের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের দান খয়রাত করবে।

৬- রোযার একটি হিকমত হল, এটি শয়তানকে পরাভূত করে এবং তাকে দুর্বল করে, তাই মানুষের প্রতি তার প্রলোভন ও কুমন্ত্রণা দুর্বল হয়ে যায় এবং তার থেকে অবাধ্যতা হ্রাস পায়, কারণ শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মত চলাচল করে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন [2]। রোজা রাখার ফলে শয়তানের চলাচল সংকুচিত হয়, ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার প্রভাব হ্রাস পায়, তাই ভাল কাজ করার জন্য এবং পাপ ত্যাগ করার জন্য অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠে।

৭- রোযার একটি হিকমত হল যে, এটি মুমিনকে প্রচুর ইবাদত করতে অভ্যস্ত করে, কারণ রোযাদার ব্যক্তি সাধারণত অনেক ইবাদত করে থাকে। যেমন আল্লাহকে স্মরণ করা, কুরআন পাঠ করা এবং সালাত আদায় করা। তাই সে রমযানের সময় এবং পরে ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

৮- রোযার একটি হিকমত হল, এটা দুনিয়া ও তার কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে যা আছে তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

৯- রোজা রাখার হিকমতগুলির মধ্যে একটি হল যে, এতে সারা বিশ্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদতের বহিঃপ্রকাশ পায়। তাই আপনি বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে এই মাসে সম্মিলিতভাবে রোযা রাখতে দেখতে পাবেন, এমনকি যে ফাসেকেরা রোযা রাখে ন্ তারাও প্রকাশ্যে পানাহার করতে পারে না। শুধু তাই নয় কাফেরেরাও মুসলমানদের সম্মানের বশবর্তী হয়ে তাদের সামনে পানাহার করে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি গৌরবের চিহ্ন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলোর মধ্যে একটি ইবাদতের বহিঃপ্রকাশ।

([1]) বুখারী (৫০৬৫)। ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে।

([2]) বুখারী (২০৩৯), মুসলিম (২১৭৫), সাফিইয়্যা (রাযিঃ) থেকে।

১০- রোযার অন্যতম হিকমত হল এতে শারীরিক উপকারও রয়েছে। কারণ এটি হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্ষতিকারক তেল, চর্বি এবং অ্যাসিড থেকে রক্তকে বিশুদ্ধ করে। সেই মত রোযা পেটকে হজম প্রক্রিয়া থেকে বিশ্রামের সুযোগ প্রদান করে। একজন ব্যক্তিকে স্থূলতা থেকেও রক্ষা করে, শরীরে জমা টক্সিন থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে এবং রক্তচাপ ও সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

অতঃপর, এগুলো রোযার দশটি হিকমত ও রহস্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার সকল বিধানে হিকমত দান করেছেন।

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে রমজানের রোযা রাখতে সাহায্য করেন, যেভাবে তাঁকে খুশি করে, এবং তাঁকে স্মরণ করতে, তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে এবং উত্তমরূপে ইবাদত করতে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা মহা গ্রন্থ কুর আনের বরকত আমাকে ও আপনাদেরকে দান করুন

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে বরকত দান করুন এবং এতে যে আয়াত ও হিকমত রয়েছে তার দ্বারা আমাকে এবং আপনাকে উপকৃত করুন। এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, এটি নবীর আদর্শ ছিল যখনই তিনি নতুন চাঁদ দেখতেন তিনি বলতেন:

«اَللهم أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإيمانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ»

"আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি অলঈমা-নি অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাববী অরাববুকাল্লা-হ।" [1]।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ।

তিনি যখনই রমজানে এবং অন্যান্য মাসে নতুন চাঁদ দেখতেন তখনই তিনি এ দুআটি পাঠ করতেন, তাই আমাদের উচিত তার আদর্শ অনুসরণ করা, বিশেষত এটা সৎ কাজের জন্য সাহায্য

([1]) আহমাদ (১/১৬২)। তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রাযিঃ) থেকে। এ হাদীসের কতক শাহিদ থাকার কারণে মুসনাদের মুহাক্কিকগণ একে হাসান বলেছেন।

চাওয়া অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ যদি বান্দাকে রামাযান মাসে পৌঁছে দেওয়ার নেয়ামত দান করেন, তবে তার জানা উচিত যে, আল্লাহ নিরর্থকভাবে তা করেননি, বরং পরীক্ষা হিসাবে তিনি তা করেছেন। এটা দেখার জন্য যে, সে রামাযান মাসের কাজগুলি যেমন রোযা, কিয়াম সম্পাদন করে কি করে না। এবং আত্মাকে সঠিক পথে স্থাপন করছে কি করছে না।

তাই কোমর বেঁধে সৎ কাজের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এবং লম্পট ও মানব শয়তানদের অনুসরণকারী দস্যুদের থেকে সতর্ক থাকুন, যারা রমাযানেও বিভ্রান্তিকর প্রোগ্রাম, এবং ধ্বংসাত্মক সিরিজের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়।

সালাফে সালেহীনগণ রোযা, নামায, কিয়াম, যিকির এবং কুরআন পাঠে আত্মনিয়োগ করার জন্য রমযানে শিক্ষা ছেড়ে দিতেন। তাহলে কিভাবে মুসলিম ব্যক্তি এই চারটি মৌলিক কাজ থেকে বিরত থেকে খেল-তামাশায় মগ্ন থাকতে পারে!

তাহলে জেনে রাখুন - আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন । হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও)।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! তুমি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত কর এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী।আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য ।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাবান মাসে।